গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৭

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৮

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২০

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা মাসিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০ হতে ৪৫,০০০ টাকা এবং ন্যূনতম ৯,৭০০ হতে ২৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গণবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারসহ মোট ৭০২১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বাবদ গত ০৩ বছরে সর্বমোট ৭৯৪,৯৪,০১,৫৩৯/- টাকা (সাতশত চুরানব্বই কোটি চুরানব্বই লক্ষ এক হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ) পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন,২০১৮ প্রণয়নের ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে বিভিন্ন বাহিনীর ৪,৮৪৯ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ২৩,০৪৫ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ১,৫৭০ জন যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ বছরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা বাবদ ৯,৫১,২৯,৪০৭/- টাকা (নয় কোটি একান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশত সাত) ব্যয় হয়েছে। এছাড়া গত ০৩ বছরে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের ২,৯০২ (দুই হাজার নয়শত দুই) জনকে ৭,৮৯,৩৬,১৩৭/- (সাত কোটি উননব্বই লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ) টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ ৩৬ নং প্লটের উপর (২বি+১৭)= ১৯ তলা এবং ৭১ নং প্লটের ওপর ৪টি বেইজমেন্টসহ ২৯ তলা (৪বি+২৫) বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ, যথাসময়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রিট মামলাসহ বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তিকরণ এবং ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধি করা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

শেয়ারিং পদ্ধতিতে চট্টগ্রামের আলমাস সিনেমা হলের জায়গায় মার্কেট/বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ; টঙ্গি ও বোর্ড বাজারস্থ ৩টি জায়গায় মার্কেট/বাণিজ্যিক/হালকা শিল্প (যেমন-গার্মেন্টস) ভবন নির্মাণ; গজনবি রোডের ১/৬ নং প্লট এবং নারায়নগঞ্জের ডালপট্টি ও নিতাইগঞ্জের ২টি স্থানের উপর বহুতল বাণিজ্যিক/আবাসিক ভবন নির্মাণ। ঢাকার হাটখোলাস্থ ৪নং হরদেও অফিস বাড়িতে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবনের বেইজমেন্ট নির্মাণ। রিট মামলাসহ বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তিকরণ।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১১৮৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের এবং ১২৬ জন গণবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা প্রদান;
- ৩৮৯৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যকে রেশন সুবিধা প্রদান;
- ৩৫০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান;
- ৪০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপনের নিমিত্ত উৎসব বোনাস প্রদান;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- ২৯০২ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান;
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ট্রাস্ট মালিকানাধীন বাক্সলি ওয়্যারহাউস ভাড়া প্রদান।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক অবস্থা দৃঢ়করণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদান।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ সাধন
২. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
৩. মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদান
৪. ট্রাস্টের আর্থিক অবস্থা দৃঢ়করণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. ট্রাস্টকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামর্থ্যবান করার জন্য ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
২. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা, উৎসব ভাতা বা অন্য কোনো ভাতা, সম্মানী বা সুবিধা প্রদান;
৩. ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
৪. বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও এর ব্যবস্থাপনা;
৫. যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;
৬. যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত চিকিৎসার নিমিত্ত ক্লিনিক, ডিসপেনসারি বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
৭. শহিদ পরিবার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
৮. সুবিধাভোগীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান;
৯. স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে হস্তান্তর ও বিক্রয়;
১০. তহবিল গঠন ও এর ব্যবস্থাপনা;
১১. ট্রাস্টের জন্য অর্থ, সিকিউরিটিজ, দলিলাদি অথবা অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ;
১২. ট্রাস্টের অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ পরিবর্তন;
১৩. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কন, হস্তান্তর, বিনিময় বা এই প্রকারের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
১৪. সরকারের অনুমোদনক্রমে যে কোনো ব্যক্তি বা দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং এতদসংশ্লিষ্ট

প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন;

১৫. দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন;

১৬. এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।